খাদ্য অধিকার এবং কৃষি খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তর ক্যাম্পেইন
৭-২০ জুন ২০২৩

প্রেক্ষাপট: খাদ্য, পুষ্টি ও কৃষি খাদ্যব্যবস্থা

পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার একটি মানবাধিকার। ২০০৪ সালে, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক মানবাধিকার ভিত্তিক ঐচ্ছিক 'খাদ্য অধিকার নির্দেশিকা' গৃহীত হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিও (আইসিইএসসিআর) খাদ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে মর্যাদার সাথে মানুষের বসবাসের অধিকারের পাশাপাশি জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, যথাযথ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং নাগরিক সমাজের অর্থবহ অংশগ্রহণ ও সামাজিক সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার উপর জোর দেয়। এর আলোকে রাষ্ট্রসমূহ ২০০৯ সালে খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জনের জন্য আহ্বান জানায়। দক্ষিণ এশিয়ায় নেপাল ও ভারত সংবিধানে খাদ্য অধিকারের স্বীকৃতির পাশাপাশি আইনি কাঠামো গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং অসমতা সার্বিক খাদ্য সংকট ও দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে আরও তীব্র করেছে। মহামারির শুরু থেকেই খাদ্য সংকটের এই পরিস্থিতি '৬২ জন নতুন খাদ্য বিলিয়নার' তৈরি করেছে। এরা কেবল খাদ্যের বাণিজ্য করে না- কোটি কোটি মানুষকে অনাহারে রেখে ব্যবসা করে। প্রকৃতপক্ষে, ২০১৭ সাল থেকেই ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে বিশ্বে তিনজনের মধ্যে প্রায় একজন অর্থাৎ ২৩৭ কোটি মানুষের পর্যাপ্ত খাবারে প্রবেশাধিকার ছিল না এবং ২০২০ সালে প্রায় ৩১০ কোটি মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারেনি। ২০২২-এ এফএও-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের ৩০.৪% অর্থাৎ ২৪০ কোটি মানুষ মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। বিশ্বে প্রতি চার সেকেন্ডে একজন মানুষ ক্ষুধার কারণে মারা যাচ্ছে। গত দুই দশকে প্রধান কৃষি পণ্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও মানুষের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যকেও বিস্তৃত করে, যা শুধু নারীদেরই নয়, শিশুদেরও প্রভাবিত করে। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ৪৬৮ কোটি) বসবাস করে। ২০২২ সালে এফএও'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে বৈশ্বিকভাবে বিঘ্নিত সরবরাহ ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, শস্য, সার এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ৫ কোটি ২৩ লাখ মানুষ মাঝারি ও চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। অপুষ্টিতে ভুগছে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ মানুষ, যা মোট জনসংখ্যার ১১.৪%, ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৩৬.৭%-এর (১ কোটি ৬৮ লাখ) রয়েছে রক্তস্বল্পতা। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স, ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশ ১২১টি দেশের মধ্যে ১৯.৬ স্কোর নিয়ে ৮৪তম অবস্থানে রয়েছে, যা মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুধা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে।

কৃষি খাদ্যব্যবস্থা একটি সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিভিন্ন অংশীজন এর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যবস্থা একইসাথে খাদ্য ও কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করে, যা খাদ্য, জমি, পানি, পুঁজি, যোগান, প্রযুক্তি ও বাজারে ন্যায়সঙ্গত অভিগম্যতাকে ত্বরান্বিত করে। যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রস্তাবিত নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থার কারণে দেশে দেশে শিল্পায়নের নামে ভূমি দূষণ, বন উজাড়, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি ও পানির সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, যা বৈষম্য বৃদ্ধি করে দেশগুলোকে বেশি বেশি খাদ্য আমদানির পথে ঠেলে দেয়। ধ্বংস হয় টেকসই কৃষি উৎপাদনব্যবস্থা। প্রতি বছর, বহুজাতিক কৃষি ব্যবসার দ্বারা লক্ষ লক্ষ কৃষক তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়। গত এক দশকে বিশ্বব্যাপী কৃষিতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ১৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান আনুমানিক ৮০ কোটি থেকে ৫৯ কোটিতে হ্রাস পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশে ১৯৯৫ সাল থেকেই কৃষি কর্মসংস্থানের এ নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ক্ষুদ্র মালিকদের খামারের আকার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, ২ হেক্টরেরও কম আয়তনের এ খামারগুলো বিশ্বের খাদ্যের প্রায় ৩৫% উৎপাদন করে থাকে। পারিবারিক খামারগুলো খাদ্য সার্বভৌমত্ব, দারিদ্র্য নিরসন, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং একই সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পারিবারিক খামার এবং স্থানীয় কৃষি জোটগুলো বৈশ্বিক খাদ্যের প্রায় ৮০% উৎপাদন করে থাকে। কর্পোরেট-নেতৃত্বাধীন প্রচলিত কৃষি খাদ্যব্যবস্থার বিপরীতে এগ্রোইকোলজি বা পরিবেশ-প্রতিবেশবান্ধব কৃষি ক্ষুদ্র পারিবারিক ও জলবায়ু-সহিষ্ণু টেকসই কৃষিকে উন্নীত করার সমাধান হিসাবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের মোট কৃষিক্ষেত্রের মাত্র ১.৫% জমি জৈব কৃষির অধীনে রয়েছে যেখানে এশিয়ায় মাত্র ০.৪% জমি।

এই বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে বৈশ্বিক মহামারীসহ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-২ এর লক্ষ্য 'ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব অর্জনের' জন্য সঠিক গতিপথ পরিচালনা করা এবং পূর্বের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা অত্যন্ত কঠিন। যুদ্ধ, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক ধাক্কার কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের প্রভাবে 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়' নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে যাবে।

খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন ২০২৩

উল্লিখিত বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ও এর সদস্য সংগঠন যথাক্রমে পিকেএসএফ, অক্সফ্যাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক-আইএফএসএন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, কেয়ার, ব্র্যাক, ওয়ার্ল্ড ভিশন, একশনএইড, নেটজ বাংলাদেশসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নেটওয়ার্কের যৌথ আয়োজনে **আগামী ২৬-২৭ জুলাই** অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে **'এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন ২০২৩'**। বিদ্যমান কৃষি খাদ্যব্যবস্থাকে আরো ন্যায়সঙ্গত, টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু করে তোলা এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য এ সম্মেলন এ অঞ্চলে খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্যব্যবস্থার সাথে অত্যন্ত সক্রিয় ও ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত নাগরিক সমাজের মধ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে আরো বিস্তৃত করবে এবং অংশগ্রহণকারী কৃষক সংগঠন, যুব, নারী, বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে বহুবিধ অংশীদারিত্ব জোরদার হবে। দেশের নানা প্রান্তের সকল পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ সম্মেলনকে সফল করে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরও বেগবান করার উদ্দেশ্যে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তর ক্যাম্পেইন

৭-২০ জুন ২০২৩

কর্মসূচি

- **সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক জেলা কমিটির সাধারণ সভা আয়োজন করা;**
- **সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন (অনলাইন এবং অফলাইন) কার্যক্রম সম্পন্ন করা;**
- **৬ জুন ২০২৩ কেন্দ্রীয়ভাবে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুকে) সম্মেলনকেন্দ্রিক কার্যক্রমের প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ;**
- **১২-১৫ জুন ২০২৩: সংস্থার কর্মী-কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সম্মেলন ও প্রচারাভিযান বিষয়ে কেন্দ্র থেকে প্রেরিত লিফলেট নিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে এবং কমিউনিটিতে আলোচনা;**
- **১৬-১৯ জুন ২০২৩: সম্মেলনের লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;**
- **২০ জুন ২০২৩ সকল জেলায় জমায়েত, সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও র‍্যালি।**

সকলের প্রতি আহ্বান-

আসুন, ক্যাম্পেইন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে 'এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন ২০২৩' কে কেন্দ্র করে জনগণের মৌলিক অধিকার ইস্যুতে একত্রিত হই। সম্মেলনকে সফল করার মাধ্যমে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশে দেশে 'খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্যব্যবস্থা রূপান্তর আন্দোলন' সংগঠিত ও ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যার যার অবস্থান থেকে সোচ্চার ভূমিকা পালন করি।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সচিবালয়:
ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩ বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

ইমেইল: info.rtfbd@gmail.com
ফেসবুক: RighttoFoodBangladesh

+৮৮০২৫৮৯৫১৬২০
+৮৮০২৪৮১১০১০৩
+৮৮০২৮১৪৩২৪৫

প্রচারপত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্যের উৎস: অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল, আইএফএডি, ইটিসি গ্রুপ, এফএও, এন্ডারসন, লাইটহাউজ ইউরোপ